দৈনিক
ইনকিলাব

2 1 MAR 2008
২ ৫

প্রধান উপদেষ্টাকে এরশাদের চিঠি

পথকলি স্কুলের কার্যক্রম পুনরায় চালু করুন

স্টাফ রিপোর্টার

পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রবর্তন এবং ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষার জন্য 'পথকলি স্কুলের কার্যক্রম' পুনরায় চালুর দাবী জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে চিঠি লিখেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার দফতরে এরশাদের লেখা এই চিঠি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। চিঠি লেখার কথা স্বীকার করে এইচ এম এরশাদ ইনকিলাবকে বলেন, পথকলি ট্রাস্টের মাধ্যমে পথের ছিন্নমূল ও অবহেলিত শিশুদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পৃঃ ১১ কঃ ৩

পথকলি স্কুলের কার্যক্রম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিহিংসার কারণে বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে সেটা বন্ধ করে দেয়। ১/১১ পটপরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বর্তমান সরকার অনেকগুলো ভাল কাজ করেছে। পথকলি ট্রাস্ট পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়া হলে দেশের লাখ লাখ অনাথ শিশু নতুন জীবন ফিরে পাবে। সে কারণে প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছি।

মূলত জাতীয় পার্টির শাসনামলে এইচ এম এরশাদ ১৯৮৯ সালের ২ জুলাই পথকলি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে রওশন এরশাদ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব:) মোহাম্মদ হোসাইন। পথকলি ট্রাস্টের অধীনে পথের অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ৭১টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় স্কুলগুলোর দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে। পথকলি ট্রাস্টের অর্থ সমাজের অর্থবান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হতো এবং সে অর্থ ব্যাংকে রেখে শিশুদের জন্য ব্যয় করা হতো। '৯০-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পথকলি ট্রাস্টের ওপর নেমে আসে রাজনৈতিক খড়্গ। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার, 'এরশাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন' এই কারণ দেখিয়ে পথকলি ট্রাস্ট বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেয়। সূত্র জানায়, সে সময়ের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার পথকলি ট্রাস্টের কার্যক্রম চালু রাখার পক্ষে মতামত দেয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ওপর ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর ১৯৯২ সালের ২৬ আগস্ট এক আদেশের মাধ্যমে পথকলি ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট পরিচালিত স্কুল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ট্রাস্টের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে অর্থ জমা থাকায় ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে পথকলি ট্রাস্টের নাম পরিবর্তন করে 'শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট' করা হয়। সূত্র জানায়, তখন থেকেই পথকলি ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ।

এদিকে এরশাদের বনানীস্থ অফিস সূত্রে জানা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকে এইচ এম এরশাদ পথকলি ট্রাস্ট পুনরায় চালু এবং গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে পত্র দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন। সে জন্যই ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষা এবং প্রতিপালনের লক্ষ্যে পথকলি ট্রাস্ট পুনরায় চালুর দাবী জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে চিঠি দিয়েছেন। বনানী অফিসের স্টাফের মাধ্যমে সে চিঠি প্রধান উপদেষ্টার দফতরে দেয়া হয়েছে। সূত্র মতে, এরশাদ প্রধান উপদেষ্টার কাছে লেখা চিঠিতে লিখেছেন 'রাজনৈতিক কারণে পথকলি ট্রাস্ট বন্ধ করে লাখ লাখ ছিন্নমূল শিশুকে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করেছে বিগত দু'টি রাজনৈতিক সরকার। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা নির্বাচনের উদ্যোগসহ অনেক ভাল কাজ করেছে। ছিন্নমূল শিশুদের জন্য পথকলি ট্রাস্ট আবার চালু করা হলে লাখ লাখ আশ্রয়হীন পথের শিশু নতুন আশ্রয় পাবে। তারা লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে।' বিষয়টি নিয়ে কথা বললে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, রাস্তায় বের হলেই পথে-ঘাটে শিশুদের দেখা যায়। তাদের কোনো থাকার জায়গা নেই। আশ্রয়হীন এই শিশুদের কেউ ফুল বিক্রি করে খায়, কেউ চেয়ে-চিন্তে খায়। আমি পথকলি ট্রাস্ট করেছিলাম এই আশ্রয়হীন শিশুদের কথা চিন্তা করে। পথকলি ট্রাস্ট গঠনের পেছনে কোনো রাজনীতি ছিল না। অথচ বিগত বিএনপি সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পথকলি ট্রাস্ট বন্ধ করে দিয়েছে। পথকলি ট্রাস্ট পুনরায় চালু হলে ছিন্নমূল শিশুদের লেখাপড়া এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। যা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। পথকলি ট্রাস্ট পুনরায় চালু করে সরকার লাখ লাখ ছিন্নমূল ও অনাথ শিশু বেঁচে থাকার ঠিকানা করলে সরকারও ইতিহাস হয়ে থাকবে।